বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
BANGLADESH COMPUTER SAMITY
The ICT Industry Association of Bangladesh
12th Floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka – 1000, Bangladesh
Tel: +880 2 9670955/56, Fax: +880 2 9670955/56 Ext. 108 Email: secretariat@bcs.org.bd, samity@bcs.org.bd, URL: www.bcs.org.bd

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
১৪ জুন, ২০১০

বিসিএস, বেসিস ও আইএসপিএবি-এর যৌথ আয়োজনে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া'র সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) এর যৌথ আয়োজনে গতকাল (রোববার) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় বাজেট ২০১০-২০১১ এর প্রেক্ষিতে বাজেট পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত এক সাংবাদিক সম্মেলন। উক্ত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানটি ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজারে সকাল ১১.০০টায় শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বনামধন্য প্রচার ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্বনামধন্য আইটি পত্রিকা কম্পিউটার জগত উক্ত অনুষ্ঠানটি সরাসরি ওয়েব সাইটে প্রচার করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত বিগত ১০.০৬.২০১০ তারিখ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে দেশের জনগণের জন্য নতুন অর্থবছরের বাজেট পেশ করেন। সরকারের বাজেটে আইসিটি খাতের উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তা এই শিল্পের ব্যবসায়ী ও সেবা গ্রহণকারীদের উপকারে আসবে তা সম্পর্কে একটি প্রতিচিত্র তুলে ধরার মানসে মূলত এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে তিনটি সমিতির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য প্রদান করেন বিসিএস সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের স্পীকারকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাজেট উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি এবারের বাজেটকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বাজেট হিসেবে আখ্যায়িত করে সরকারকে অভিনন্দন জানান। তবে তিনি বলেন যে, সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে প্রতিশ্রুতি দেশবাসীকে দিয়েছে সেই তুলনায় বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেনি।
এছাড়াও তিনি বিসিএস, বেসিস এবং আইএসপিএবি এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বাজেট প্রস্তাবনা পেশ করেন:

১. বাজেটের দুটি অংশ থাকে। এর একটি হলো শুল্ক, ভ্যাট ও কর সংক্রান্ত এবং অন্যটি হলো উন্নয়ন সংক্রান্ত। প্রথমত আমরা শুল্ক, ভ্যাট ও কর সংক্রান্ত বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে চাই। আমরা আশা করেছিলাম যে, কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক ও এই সংক্রান্ত পণ্যকে চাল ডাল তেল নূনের মতোই শূণ্য শুল্কের কাঠামোতে আনা হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সরকার স্থিতাবস্থা বজায় রেখেছেন। এর ফলে আমরা আগের জায়গাতেই রয়ে গেছি। তবে প্রতি বছরই বাজেটে কিছু নতুন নতুন উপায়ে শুল্ক, কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পুনর্বিন্যাস করা হয়ে থাকে। ফলে এর কিছু প্রভাব এই খাতে পড়তে পারে। বাজেট কার্যকর হবার পর থেকে আমরা এর বিস্তারিত প্রভাব বিষয়ে অবগত হতে পারবো।

২. এবারের বাজেটে সরকার আইসিটি খাতের উন্নয়নে আইসিটি নীতিমালা ২০০৯-এর ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করেছে যা বাস্তবায়িত হলে আমাদের দেশের আইসিটি খাত আরও কয়েকধাপ এগিয়ে যাবে বলে আমরা মনে করি। সরকারের এই উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। তবে আমরা এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বর্তমান কাজের গতি অত্যন্ত ধীর। এই গতিতে কাজ করলে আমরা যথাসময়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবোনা।

12th Floor, Sonartori Tower, Plot # 12, Biponon C/A, Sonargaon Road, Dhaka – 1000, Bangladesh
Tel: +880 2 9670955/56, Fax: +880 2 9670955/56 Ext. 108 Email: secretariat@bcs.org.bd, samity@bcs.org.bd, URL: www.bcs.org.bd

৩. বিগত সময়কালে মতো এবারও সরকারের কাছে এই খাতের উন্নয়নে বাজেট ঘোষণার পূর্বে আইসিটি সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাবনা প্রদানের কথা বলা হয়েছিলো। আমরা সেইসব প্রস্তাবনা পেশ করেছিলাম। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমাদের প্রস্তাবনাগুলো আদৌ বিবেচনা করা হয় নাই।

৪. বাজেটে হাইটেক পার্ক, ল্যান্ড ডিজিটাইজেশন এবং দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল ইত্যাদি স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব খাতের উন্নয়নে এবারের বাজেটে তেমন কোন বা সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের উল্লেখ নাই।

৫. আইসিটি পলিসি ২০০৯ অনুযায়ী আইসিটি ইন্ডাষ্ট্রির উন্নয়নে এডিপির ৫% এবং রাজস্ব'র ২% বরাদ্দ দেয়ার কথা থাকলেও তা এবারের বাজেটে উল্লেখ করা হয় নাই। (এ্যাকশন প্ল্যান নং- ১০০)

৬. আইসিটি পলিসি ২০০৯ অনুযায়ী আইসিটি ইন্ডাষ্ট্রির উন্নয়নে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়ার কথা ছিল। কিন্ত এবারের বাজেটে তার কোন উল্লেখ নাই।

৭. সমমূলধন তহবিলে এবার আরও ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এজন্য আমরা সরকারকে স্বাগত জানাই। কিন্তু এই তহবিলে যে পরিমান টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল তার কিয়দংশও আইসিটি খাতের উন্নয়নে ব্যয়িত হয় নাই এবং এই টাকা ব্যয়ের নীতিমালা ও পদ্ধতি মোটেই এই খাতের উপযোগী বা কার্যকর নয়। ফলে এই তহবিল থেকে আমরা সামান্যই সহায়তা পেয়ে থাকি।

৮. সরকার এবারের বাজেটে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ফাণ্ডে (পিপিপি) ৩০০০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ রেখেছে। আমরা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। কিন্তু এই খাতে কেবলমাত্র অবকাঠামোকে না রেখে আইসিটি ও এই সংশ্লিষ্ট সেবা খাতকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯. দেশের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বর্তমানে ইন্টারনেট একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে সকলের কাছে পরিগণিত বলে আমরা মনে করি। অতএব ইন্টারনেট ব্যান্ডউইদথের মূল্য ১৮,০০০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে তা ৭,০০০ হাজার টাকার নিচে কমিয়ে আনা উচিত বলে আমরা মনে করছি। একই সাথে ই-কমার্স ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার করা উচিত।

১০. গত বছরে দেশের ১৪০০ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কথা বলা হয়েছে যা আসলে আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল বলে আমরা মনে করি। সরকারের পক্ষ থেকে এই খাতের জন্য আরও সুবিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

১১. ২০১৪ সালের ভেতর ই গর্ভনেন্স এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হলে তার জন্য সুনির্দিষ্ট একটি রোডম্যাপ অনুযায়ী সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে বলে আমরা মনে করি। সরকারের সকল মন্ত্রণালয় সমূহকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসতে হবে বলে আমরা মনে করি। এবারের বাজেটে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট বাজেট ঘোষণা হলে তার প্রতিফলন সকলের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হতো বলে মনে হয়।

বিসিএস সভাপতির বক্তব্যের পর বেসিস এর সভাপতি জনাব মাহবুব জামান এবং আইএসপিএবি-এর সভাপতি জনাব আক্তারুজ্জামান মঞ্জু বাজেট বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এসময়ে তারা উপরোক্ত প্রস্তাবনা ছাড়াও সফটওয়্যার ও সেবাখাতের কর অবকাশ ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সাল পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বেসিস সভাপতি বলেন যে, দেশের আইসিটি খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এই খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। এজন্য সবার আগে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। আইসিটি ইনকিউবেটরে যাতে

করে দক্ষ প্রাযুক্তিক জ্ঞানসম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরী করা যায় সেজন্য আরো বেশী করে অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরী করে দিতে হবে। আইএসপিএবি এর সভাপতি জনাব আক্তারুজ্জামান মঞ্জু তার বক্তব্যে বলেন যে, দেশের সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান পৌঁছে দিতে হলে সরকারকে এই খাতের উপর থেকে সকল ভ্যাট তুলে নিতে হবে। তিনি বলেন যে, সরকার যদি বিভিন্ন স্কুলে ইন্টারনেট সংযোগের উপর থেকে ভ্যাট তুলে নেয় তাহলে তারা জনগণের হাতে ৩০০ টাকা মূল্যে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিতে পারবেন এবং এর ফলে দেশের মানুষ সহজেই ডিজিটাল কানেক্টিভিটির নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে পারবেন। সংবাদ সম্মেলন শেষে আমন্ত্রিত সাংবাদিক ও তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদ প্রেরক

আমিনুল ইসলাম শিমুল

প্রোগ্রাম অফিসার